তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৬৬

**মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে**

**সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 মহান বিজয় দিবস-২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে আজ বা'দ জোহর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

 দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

 দোয়া মাহফিলে আরো বক্তব্য রাখেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নুরুল ইসলাম পিএইচডি।

 দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতিব ও পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মহিবুল্লাহ আল বাকী নদভী।

 দোয়ায় মহান বিজয়ের মাসে জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্য, জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ, দুই লাখ নির্যাতীতা মা- বোনসহ সকল মরহুম মুক্তিযোদ্ধার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। একইসাথে যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জীবিত আছেন তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করা হয়। কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফিরাত এবং অসুস্থদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়।

 প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়।

 দোয়া মাহফিলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সচিবালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন।

#

আনোয়ার/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৬৫

**সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার টাকা মিলবে মোবাইলে**

 **---সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দেশের ৮৮ লাখ ৫০ হাজার মানুষকে বিভিন্ন প্রকার ভাতা প্রদান করছে। নতুন বছরে সামাজিক নিরাপত্তার টাকা মোবাইলের মাধ্যমে দেওয়া হবে।

 আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জিটুপি (গভর্নমেন্ট টু পারসন) পদ্ধতিতে সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে ভাতা পাঠানোর জন্য মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'নগদ' ও 'বিকাশ' এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জয়নুল বারীর সভাপতিত্বে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (Mobile Financial Service) প্রতিষ্ঠান 'নগদ' ও 'বিকাশ' এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ আরো বলেন, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসত্তা বিকাশের প্রধান ব্যক্তিত্ব। বাঙালি জাতিকে যিনি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে বাঙালি জাতিসত্তাকে উন্মোচিত করেছেন তারই সুযোগ্য কন্যা মাদার অভ্ হিউম্যানিটিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালে দেশের দায়িত্ব নিয়ে তিনি এদেশের গরিব, দুঃখী, অসহায়, মানুষের জন্য বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা প্রবর্তন করেন। তিনিই মানুষের কল্যাণের জন্য এ দেশে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নানাবিধ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা অনুযায়ী এবং তার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রায় ১ কোটি মানুষ সমাজকল্যাণের মাধ্যমে ভাতা পাচ্ছে।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে আজকের এই চুক্তি। প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশকে সারাবিশ্বের দরবারে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার আরেক নতুন ধারার সূচনা হলো আজকে।

 উল্লেখ্য, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় চারটি কর্মসূচির আওতায় ৪৯ লাখ মানুষকে বয়স্ক ভাতা, ২০ লাখ ৫০ হাজার মানুষকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, ১৮ লাখ প্রতিবন্ধী ভাতা, ১ লাখ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাবৃত্তির টাকা প্রদান করে। মোট ৮৮ লাখ ৫০ হাজার সুবিধাভোগী রয়েছে, এতে টাকার পরিমাণ ৫ হাজার ৮৮৫ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। এ বছর থেকে সরাসরি জিটুপি পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীর মোবাইল অ্যাকাউন্টে ভাতা পাঠানো হবে।

#

আনোয়ার/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৬৪

**এপিএ’র মূল্যায়নে আইসিটি বিভাগ ৯৪ দশমিক ৯৭ পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদনে ৫১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৪ দশমিক ৯৭ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের ৭৬টি সূচকের মধ্যে ৬৫টিতে শতভাগ সফলতা অর্জন করে আইসিটি বিভাগ সেরা হয়েছে।

 দক্ষতা ও দায়বদ্ধতার এমন নজির স্থাপন করায় আধা-সরকারি পত্রের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

 সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবর্তন করা হয় এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)।

###  এ বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানের কারণেই এ সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে আছে। তিনি বলেন বিগত ১২ বছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের যথাযথ অবকাঠামো গড়ে উঠার কারণে কোভিড-১৯ মহামারিতেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আদালত ও সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখা সম্ভব হয়েছে।

###  দেশে করোনা শনাক্ত হওয়ার পরপরই প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টার পরিকল্পনা অনুযায়ী আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে করোনা পরিস্থিতিতে সবকিছু স্বাভাবিক রাখতে বিজনেস কন্টিনিউইটি প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও করোনা মহামারি মোকাবিলায় করোনা বিডি অ্যাপ এবং কন্টাক্ট ট্র্যাসিং অ্যাপ, করোনা পোর্টাল, করোনা হেল্পলাইন ৩৩৩, টেলি-হেলথ সেন্টার, টেলিমেডিসিন নেটওয়ার্ক, প্রবাস বন্ধু কলসেন্টারসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে আইসিটি বিভাগ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও ফ্রিল্যান্সাররা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বর্তমানে রাজধানীর সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সকল এলাকার মধ্যে ডিজিটালি কোনো দূরত্ব নেই।

#

শহিদুল/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৬৩

**করোনাপীড়িত ২০২০ সালেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বিশ্বসেরাদের অন্যতম**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 ‘করোনাপীড়িত ২০২০ সালেও শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তা বিশ্বে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশগুলোর অন্যতম’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (এনআইএমসি) আয়োজিত ‘মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম’ শীর্ষক অনলাইন সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে বছরের শেষদিন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী একথা বলেন। এনআইএমসি’র মহাপরিচালক শাহিন ইসলামের সভাপতিত্বে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব খাজা মিয়া এবং মন্ত্রণালয়ের সংস্থা প্রধানবৃন্দ সেমিনারে সংযুক্ত হন।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই করোনা মহামারির বছরে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও সুদক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রায় সাড়ে ৫ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে বিশ্বের ধণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী মাত্র ২২টি দেশের অন্যতম স্থান অধিকার করেছে। এবং এই ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ওপরের দিকেই। একইসাথে করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও ব্লুমবার্গ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম ও সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ২০তম।’

 সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের সেন্টার ফর ইকোনোমিক্স এন্ড বিজনেস রিসার্চ প্রকাশিত প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে ড. হাছান বলেন, ‘তারা বলছে, বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ ২৮তম অর্থনীতির দেশ হবে, ২০৩৫ সাল নাগাদ হবে পৃথিবীর ২৫তম অর্থনীতির দেশ। অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থান দাঁড়াবে পৃথিবীতে বহু উন্নত দেশেরও ওপরে।’

 এ সময় তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২০২০ সালে আমাদের অন্যতম বড় অর্জন হচ্ছে, কোনো বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। করোনাকালেও বাংলাদেশে মানুষের মাথাপিছু আয় ১৯০০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৬৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। সম্প্রতি আইএমএফ রিপোর্ট বলছে, আগামী বছর বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ভারতকে ছাড়িয়ে যাবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার কারণে এই করোনা মহামারির প্রতিবন্ধকতা জয় করে দেশে শারীরিক-সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেও সরকারযন্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞের আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করে মহামারিতে একজন মানুষও না খেয়ে মৃত্যুবরণ করেনি।’

 প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমাদের দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, ১ কোটি ২৫ লাখ মানুষের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক বলেন, ‘সে কারণে আমাদের বহু নেতা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ৮১ জনের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

 চলমান পাতা-২

পাতা-২

উপদেষ্টামণ্ডলী এবং সংসদ সদস্যদেরও বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। মন্ত্রিসভার প্রায় এক তৃতীয়াংশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এছাড়া দলের প্রায় ৬ শতাধিক নেতাকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।’

 মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রের চারটি স্তম্ভের মধ্যে গণমাধ্যম স্তম্ভ সুদৃঢ় থাকলে রাষ্ট্রও সুদৃঢ় থাকে। বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্নের ঠিকানায় বাংলাদেশকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, সে লক্ষ্যে স্বাধীনতার পরপরই তার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, প্রেস ইনস্টিটিউট ও ওয়েজবোর্ড। সেই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণমাধ্যমের স্বাধীন ও সুষ্ঠু বিকাশে বহু পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং তার হাত ধরে দেশের গণমাধ্যম যেভাবে বিকশিত হয়েছে, সেটি অতুলনীয়। আমরা বিশ্বাস করি, গঠনমূলক সমালোচনা সমাজকে বহুমাত্রিক ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।

**২০২১ সালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি’র চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তথ্যমন্ত্রী**

 আগামী বছর বিএনপি’র চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপি নিজেরা চোখ বন্ধ করে অন্ধকারের মধ্যে আছে, সেজন্য চারিদিকে অন্ধকার দেখছে। আমি আশা করবো তারা আগামী বছর চোখটা খুলে আলো দেখবেন। আর বিএনপি’র যে নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বে তারা জনগণ থেকে ক্রমাগতভাবে দূরে সরে গেছে। আশা করি, আগামী বছর বিএনপি নেতিবাচক রাজনীতির ধারা থেকে বেরিয়ে ইতিবাচক রাজনীতিতে ফিরে আসবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই করোনাকালে যেভাবে জনগণের পাশে থাকার দরকার ছিল, বিএনপিসহ তাদের মিত্ররা তা থাকেনি। সরকারের প্রতি বিষোদ্গার ও সংবাদ সম্মেলনের মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। জনগণকে প্রাধান্য না দিয়ে তারা তাদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও দলীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।’

 আওয়ামী লীগের চ্যালেঞ্জ নিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘যুগ যুগ ধরে সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এগিয়ে গেছে ও যাচ্ছে। গত ১২ বছর ধরে আমরা চ্যালেঞ্জের মধ্যদিয়েও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আগামী বছরও তার কোনো ব্যতিক্রম নয়। আমরা দলকে আরো সুসংগঠিত করতে চাই কারণ আমরা মনে করি দলের কারণেই আজকে দল রাষ্ট্র ক্ষমতায়। সুযোগ সন্ধানীদের স্বার্থ হাসিলের কারণে যাতে দল ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে দলীয় পদ থেকে বাদ দেয়ার কাজ আমরা শুরু করেছি, আগামী বছরও সেটি অব্যাহত থাকবে।’

 আগামী বছর স্রষ্টার কৃপায় পৃথিবী থেকে করোনা দূরীভূত হবে, আমরা আবার মুক্ত পৃথিবীতে, মুক্তভাবে শ্বাস নিতে পারবো, পৃথিবীর মানুষ আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে, আশাবাদ ব্যক্ত করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

#

আকরাম/রোকসানা/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৬২

**ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারীর**

**বিদায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী আজ সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এ উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাঁর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

 গত ২৪ ডিসেম্বর ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারীর কাছ থেকে দায়িত্বভার বুঝে নেন।

 ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিদায়ী সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারীকে অত্যন্ত দক্ষ সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাইজেশনের বিশাল কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছেন। মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে নবনিয়োগপ্রাপ্ত সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড একই ধারাবাহিকতায় দক্ষতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

 এ সময় সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী তাঁকে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি ভূমিমন্ত্রীসহ ভূমি পরিবারের সবাইকে ধন্যবাদ জানান তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য।

 সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিববৃন্দ এবং প্রকল্প পরিচালকগণসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

#

নাহিয়ান/রোকসানা/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৬১

**রক্তে অর্জিত পতাকার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে**

 **--- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, ৩০ লাখ শহিদের রক্ত ও ২ লাখ মা বোনের সম্ভ্রম হারানোর বিনিময়ে যে পতাকা আমরা অর্জন করেছি তার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহ শহরের উপকণ্ঠে ব্রহ্মপুত্র নদের ব্রিজ সংলগ্ন স্বাধীনতা স্কয়ারে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ময়মনসিংহ জেলা শাখা আয়োজিত বিজয় পতাকা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 শরীফ আহমেদ বলেন, বিজয়ের প্রায় অর্ধশত বছর পেরিয়ে গেলেও এদেশে এখনো স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী চক্র সক্রিয় রয়েছে। তারা এখনো মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং বাঙালির বিজয়কে অর্থহীন প্রমাণ করতে হীন চক্রান্তে লিপ্ত। এদেশের মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ তাদের এই উদ্দেশ্য কখনোই সফল হতে দেবে না।

 বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/রোকসানা/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৬০

**পরিবেশ অধিদপ্তরে মুজিব কর্নার, মোবাইল সেবা**

**অ্যাপ ও পরিবেশ বার্তার উদ্বোধন করলেন পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নপূরণে সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। তিনি বলেন, জনগণকে সহজে সেবা প্রদান করতে সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে সকল ধরণের পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, যেকোনো মূল্যেই দেশের পরিবেশের উন্নয়ন করতে হবে।

 আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরে মুজিব কর্র্নার, অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়নের মোবাইল অ্যাপ এবং ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ‘পরিবেশবার্তা’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 শাহাব উদ্দিন বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরে তথ্য নির্ভর বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও পারিবারিক আলোকচিত্রের সমন্বয়ে একটি নান্দনিক বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের ফলে অধিদপ্তরে আগত অতিথিগণ জাতির পিতার আদর্শ ও চেতনায় উদীপ্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার এ সকল অনন্য উদ্যোগ স্মরণীয় করে রাখতে দেশব্যাপী এবছর আট কোটির অধিক বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এসব কর্মসূচি দেশের পরিবেশ উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান সেবা পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন প্রদান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে নির্মিত এপ্লিকেশনটি সেবাটিকে গণমানুষের আরো কাছাকাছি নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর সুদৃশ্য ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ‘পরিবেশবার্তা’র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং সর্বসাধারণ পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবে।

 উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার বলেন, একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ হিসেবে বঙ্গবন্ধু আমাদের শুধু একটি স্বাধীন দেশই উপহার দেননি, দেশের মানুষকে একটি সুস্থ্য, সুন্দর ও বাসযোগ্য পরিবেশ উপহার দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

 পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ কে এম রফিক আহাম্মদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) মাহমুদ হোসেন, অধিদপ্তরের উপমহাপরিচালক হুমায়ুন কবির প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

দীপংকর/রোকসানা/ফারহানা/খালিদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৫৯

**থানচিতে ৫১ কোটি টাকার ২৩টি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন বীর বাহাদুর উশৈসিং**

থানচি (বান্দরবান) ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং e‡j‡Qb, miKv‡ii MwZkxj †bZ…‡Z¡ বান্দরবানের থানচি আজ মডেল উপজেলায় পরিণত হয়েছে। এক সময়ের দেশের সবচেয়ে দুর্গম থানচি আজ সারা দেশের জন্য আকর্ষণীয় উপজেলা হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে থানচি উপজেলা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

 মন্ত্রী আজ বান্দরবানের থানচি উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পার্বত্য জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন।

 বীর বাহাদুর বলেন, পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং আগামীতেও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার অভূতপূর্ব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে।

 এ সময় উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. মাহাবুব আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আছাদুজ্জামান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর নিবার্হী প্রকৌশলী মোঃ জিল্লুর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিটের নিবার্হী প্রকৌশলী আবু বিন মোঃ ইয়াছিন আরাফাতসহ বান্দরবান জেলা ও থানচি উপজেলার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

 এ সময় ৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর ১০টি প্রকল্প, ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৭টি প্রকল্প এবং ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদের ৬টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

#

নাছির/রোকসানা/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৫৮

**নদী রক্ষার বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকতে হবে**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, নদী রক্ষার ব্যানার ব্যবহার করে অবৈধ দখলদার ও স্বাধীনতা বিরোধীরা যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকতে হবে। স্বাধীনতা বিরোধীরা সংকুচিত ও দুর্বল হয়ে গেছে। তারপরেও তারা আবার ছোবল মারতে পারে। সামাজিক আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। স্বাধীনতা বিরোধীদের শুধু পরাজিত নয়, তাদেরকে নির্মূল করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে জাহাজে স্বাধীনতার ৫০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ‘নদীও মুক্তিযোদ্ধা’ শীর্ষক ভাসমান সভায় এসব কথা বলেন। থ্রি অ্যাঙ্গেল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড, নদী রক্ষা জোট এবং রিভার জাস্টিসের সহযোগিতায় নদী নিরাপত্তার সামাজিক সংগঠন ‘নোঙর’ ভাসমান সভার আয়োজন করে।

 খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার, গর্বের বিষয়। আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, এটাই মুক্তিযুদ্ধের অংশিদার। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে স্বাধীন দেশ, জাতীয় সংগীত ও পতাকা দিয়ে পরিচয় দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ কোনো ঠুনকো বিষয় নয়। কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করতে পারলে ভাল কাজ করতে পারব।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, নদী আমাদের জীবনের একটি অংশ এবং অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ধরে রাখে নদী। নদীকে প্রবাহমান ও নাব্য রাখতে পারলে আমাদের মুক্তি আসবেই। নদীগুলোকে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে এনে নাব্যতা ধরে রেখে উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু নৌপথ খননের লক্ষ্যে সাতটি ড্রেজার সংগ্রহ করেছিলেন। এর পরে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কোনো সরকার ড্রেজার সংগ্রহ করেনি। গত ১০ বছরে ৩৪টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে, আরো ৩৫টি ড্রেজার সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকার ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খননের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

 সংগঠনের সভাপতি সুমন শামসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নদী বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক ইসহাক খান, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের আহ্বায়ক মিহির বিশ্বাস এবং রিভারাইন পিপল’র মহাসচিব শেখ রোকন।

#

জাহাঙ্গীর/রোকসানা/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৫৭

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার গতকালের কুইজে স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচ জন হলেন : ঢাকার ওয়ারীর তাজকির হোসেন, জামালপুরের ইলিয়াস হোসেন, চাপাইনবাবগঞ্জের ডলার কুমার শিল, ময়মনসিংহের ফরিদ খান ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের আহমাদ নসরুল্লাহ পাঠান।

 গতকালের কুইজে ৯৯ হাজার ৮০১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

 স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/রোকসানা/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৫৬

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ২৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ১৩ হাজার ৫১০ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ২৮ জন-সহ এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৫৫৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৫৭ হাজার ৪৫৯ জন।

#

হাবিবুর/রোকসানা/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৫৫

**'অপারেশন জ্যাকপট' নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক 'অপারেশন জ্যাকপট' নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং বিস্তারিত প্রকল্প  প্রস্তাবনা তৈরির  কাজ  চলছে।

 আজ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌ-কমান্ডো এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহজাহান কবির বীরপ্রতীক রচিত 'নৌ-যুদ্ধ একাত্তর' গ্রন্থের মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানান।

 তিনি বলেন, নৌ যুদ্ধের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অপারেশন ছিল ১৯৭১ এর 'অপারেশন জ্যাকপট'। এতে আকাশবাণীর গানের সংকেতের মাধ্যমে বিভিন্ন বন্দরে একযোগে অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর ২৬ টি জলযান মাইনের আঘাতে ডুবিয়ে দেয় বাংলার নৌ-কমান্ডোরা। এর গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য এ চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হবে।

 মন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনা ও তথ্য-উপাত্ত এখনো অনেকের অজানা রয়ে গেছে। মহান স্বাধীনতা বাঙালি জাতির সর্ব শ্রেষ্ঠ অর্জন। এ অর্জনের পথে প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি আত্মত্যাগ ইতিহাসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

 বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌ-কমান্ডো এসোসিয়েশনের কো-চেয়ারম্যান হাবিবুল হক খোকনের সভাপতিত্বে মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন আহমেদ বীরউত্তম, বীর মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম বীরউত্তম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহজাহান কবির বীরপ্রতীক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

মারুফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/খোরশেদ/২০২০/৯৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৫৪

**রাজধানীর বে-দখল হওয়া সব খাল উদ্ধার করা হবে**

**ড্রেনেজ ব্যবস্থপনা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 রাজধানীতে বে-দখল হওয়া সকল খাল দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত উদ্যোগে উদ্ধার করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্রুত কাজ শুরু করার জন্য মেয়রদ্বয়ের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 তিনি আজ রাজধানীর একটি হোটেলে ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা এবং দুই সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, ঢাকা শহরকে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন করতে হলে নগরীর বে-দখল এবং হারিয়ে যাওয়া খালগুলোকে উদ্ধার, সংস্কার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করা হবে বলেও জানান তিনি।

 মন্ত্রী বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনসহ নাগরিকের সকল সুযোগ-সুবিধা দেশের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ। ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে দুই সিটি কর্পোরেশন ভালো করতে পারবে বলেই হস্তান্তর করা হলো। এসময় দুই সিটি মেয়রকে ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা কঠোর মনিটরিংয়ের পরামর্শ দেন তিনি।

 মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদ্বয় জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত। তাই জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা রয়েছে। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা অনুধাবন করে তাদের দুঃখ কষ্ট নিরসনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে দুই মেয়রকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

 খাল দখল করে রাস্তা না বানিয়ে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট চালু করার সুযোগ ছিল কিন্তু তা করা হয়নি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, নগরীর সকল খাল সংস্কার করে একটির সাথে একটি সংযোগ দিয়ে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট চালু করা, দুই পাশে ওয়াকওয়ে ও সাইকেল লেন নির্মাণসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, ভিক্ষুকের জাতির কোনো মর্যাদা নেই আর তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা বলেছেন ভিক্ষুকের জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী হননি। এজন্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছেন এবং নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশ দ্রুত এগিয়ে যাওয়ায় বিশ্ববাসীর কাছে ইতোমধ্যে চমক সৃষ্টি হয়েছে এবং উন্নয়নের রোল মডেলে ‍রূপান্তরিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মেয়র শেখ ফজলে নুর তাপস, উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো: আতিকুল ইসলামসহ স্থানীয় সরকারের বিভাগ, ঢাকা দুই সিটি কর্পোরেশন এবং ওয়াসার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/খোরশেদ/২০২০/৯৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৫৩

**জনগণই ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল হাতিয়ার**

 **- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনমুখী রাজনীতি করতেন। সকল পরিস্থিতিতেই আলোচনার পথ খোলা রাখতেন। জনগণই ছিল তাঁর মূল হাতিয়ার।

শিল্পমন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, দেশপ্রেম ও দূরদর্শিতা এবং কর্মক্ষেত্রের তার প্রয়োগ’ শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু বিশেষভাবে উদ্যোগী হোন। বঙ্গবন্ধুর মতো তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপরও জাতির পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অঞ্চলে স্বাধীনতার বীজ বপন করেন। অনেক অভিজ্ঞ নেতার বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ৬ দফা ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার পথে জাতিকে পরিচালিত করেন। তিনি বলেন, ৭ মার্চের ভাষনে যুদ্ধ পরিচালনার সকল রূপরেখা ও নির্দেশনা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে বাংলাদেশ আরো আগে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতো বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মুখ্য আলোচক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, এ জাতির নিকট বঙ্গবন্ধু একটি গভীর আবেগের নাম, ভালোবাসার নাম। ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বঙ্গবন্ধু যখন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন বঙ্গবন্ধু কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাঙালি জাতি। তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠে।

অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এর আওতাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অনলাইনে সংযুক্ত হন।

#

মাসুম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/৯৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৫২

**ইংরেজী বর্ষবরণে ডিএমপির নির্দেশনা**

**ঢাকা, ১৬** পৌষ **(৩১** ডিসেম্বর**) :**

 **করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে ইংরেজী নববর্ষ বরণে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) বেশকিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি যে কোন ধরনের অনকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে জনগণের জন্য সতর্কতামূলক নির্দেশনাও জারী করেছে ডিএমপি।**

 আজ রাতে পটকাবাজি, আতশবাজি, বেপরোয়া গাড়ি, মোটর সাইকেল চালনাসহ যে কোন ধরনের অশোভন আচরণ এবং বেআইনী কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। এছাড়াও ঢাকা মহানগরীতে নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে কিছু নির্দেশনা মেনে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানিয়েছে তারা। নির্দেশনাগুলো হলো-

 ১) সার্বিক নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার স্বার্থে রাস্তার মোড়, ফ্লাইওভার, রাস্তায়, ভবনের ছাদে এবং প্রকাশ্য স্থানে কোন ধরনের জমায়েত,সমাবেশ বা উৎসব করা যাবে না। ২) উন্মুক্ত স্থানে নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কোন ধরনের অনুষ্ঠান বা সমবেত হওয়া যাবে না। নাচ, গান ও কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যাবে না। ৩) কোথাও কোন ধরনের আতশবাজি অথবা পটকা ফোটানো যাবে না। ৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ধ্যা ৬ টার পরে বহিরাগত কোন ব্যক্তি বা যানবাহন প্রবেশ করতে পারবে না। ৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় বসবাসরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গাড়ি নির্ধারিত সময়ের পর পরিচয় প্রদান সাপেক্ষে শাহবাগ ক্রসিং দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। তবে পরিচয় প্রদান সাপেক্ষে নীলক্ষেত ক্রসিং দিয়ে পায়ে হেঁটে প্রবেশ করতে পারবেন। ৬) গুলশান ও বনানী এলাকায় রাত ৮ টার পর বহিরাগতরা প্রবেশ করতে পারবে না। তবে উক্ত এলাকায় বসবাসরতগণ নির্ধারিত সময়ের পর কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ-কাকলী ক্রসিং এবং মহাখালী আমতলী ক্রসিং দিয়ে পরিচয় প্রদান সাপেক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন। ৭) একইভাবে উল্লিখিত সময়ে সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে গুলশান, বনানী, বারিধারা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় যে সকল নাগরিক বসবাস করেন না তাদেরকে বর্ণিত এলাকায় গমনের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ৮) রাত ৮ টার পর হাতিরঝিল এলাকায় কাউকে অবস্থান করতে দেয়া হবে না। ৯) গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকায় বসবাসরত নাগরিকবৃন্দকে আজ রাত ৮ টার মধ্যে স্ব-স্ব এলাকায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ১০) আজ সন্ধ্যা ৬ টার পর ঢাকা মহানগরীর কোন বার খোলা রাখা যাবে না। ১১) রাত ১০ টার পর সকল ফাস্টফুড দোকান বন্ধ থাকবে। ১২) সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে সীমিত আকারে আবাসিক হোটেলগুলোতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠান করা যাবে। তবে কোনক্রমেই ডিজে পার্টি করতে দেয়া যাবে না। ১৩) ইংরেজি নববর্ষের প্রাক্কালে আজ সন্ধ্যা ৬টা হতে আগামীকাল ভোর ৬টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন আবাসিক হোটেল, রেঁস্তোরা, জনসমাবেশ ও উৎসবস্থলে সকল প্রকার লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্র বহন না করার জন্য নগরবাসীর প্রতি অনুরোধ করা হয়েছে।

 ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ উপর্যুক্ত নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

 #

ডিএমপি/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২০/১৪৫৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৫১

**ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে আজ সন্ধ্যা থেকে রাজধানীতে যানবাহন চলাচলে ডিএমপির নির্দেশনা**

**ঢাকা, ১৬** পৌষ **(৩১** ডিসেম্বর**) :**

 ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষ্যেআজ সন্ধ্যা থেকে ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন চলাচলে কিছু নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। নির্দেশনাগুলো হলো-

 ১) আজ ৮ টা হতে আগামীকাল ভোর ৫ টা পর্যন্ত গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকায় যানবাহনযোগে প্রবেশের জন্য কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ (কাকলী ক্রসিং) এবং মহাখালী আমতলী ক্রসিং ব্যবহার করা যাবে। সেক্ষেত্রে গুলশান, বনানী ও বারিধারায় বসবাসরত নাগরিকদের রাত ৮ টার মধ্যে উক্ত এলাকায় প্রবেশের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ২) রাত ৮ টা হতে গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে মহাখালী এলাকা-ফিনিক্স রোড ক্রসিং, বনানী ১১ নং রোড ক্রসিং, চেয়ারম্যান বাড়ি ক্রসিং, ঢাকা গেট, শুটিং ক্লাব, বাড্ডা লিংক রোড, ডিওএইচএস বারিধারা-ইউনাইটেড হাসপাতাল ক্রসিং ও নতুন বাজার ক্রসিং উক্ত এলাকাসমূহে প্রবেশের জন্য ব্যবহার করা যাবে না, তবে উক্ত এলাকা থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে এসব ক্রসিং ব্যবহার করা যাবে। ৩) একইভাবে আজ সন্ধ্যা ৬ টা হতে আগামীকাল ভোর ৬ টা পর্যন্ত শুধুমাত্র শাহবাগ ক্রসিং দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ পরিচয় প্রদর্শন এবং সনাক্তকরণ পূর্বক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যানবাহন নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। এজন্য পরিচয়পত্র সাথে রাখার জন্য সকলকে বিনীত অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ৪) আজ সন্ধ্যা ৬ টা হতে টিএসসি, রোমানা স্কয়ার, ঢাকা মেডিকেল সেন্টার, জগন্নাথ হল ক্রসিং, ভাস্কর্য ক্রসিং, পলাশী ক্রসিং, বক্‌শী বাজার ক্রসিং, দোয়েল চত্বর ক্রসিং এবং শহিদুল্লাহ হল ক্রসিং দিয়ে কোন প্রকার যানবাহন প্রবেশ করবে না, শুধু বের হওয়ার ক্ষেত্রে এসব ক্রসিং ব্যবহার করা যাবে। ৫) হাইকোর্ট ক্রসিং হতে আগত সকল প্রকার যানবাহন দোয়েল চত্বর বামে মোড় নিয়ে শহিদুল্লাহ হল হয়ে চাঁনখারপুল ক্রসিং দিয়ে বের হয়ে যেতে পারবে। ৬) কেউ বেপরোয়া, মদ্যপ ও বিপজ্জনক অবস্থায় গাড়ি চালালে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

 সড়ক ব্যবহার সংক্রান্তে জরুরি প্রয়োজনে ফোন নম্বর : ডিসি ট্রাফিক (গুলশান)-০১৩২০-০৪৪৩৬০, এডিসি ট্রাফিক (গুলশান)-০১৩২০-০৪৪৩৬১, এসি ট্রাফিক (গুলশান)-০১৩২০-০৪৪৩৭২, এসি ট্রাফিক (মহাখালী)-০১৩২০-০৪৪৩৭৫, ডিসি ট্রাফিক (রমনা)-০১৩২০-০৪২২৬০, এডিসি ট্রাফিক (রমনা)-০১৩২০-০৪২২৬১, ডিসি (গুলশান)-০১৩২০-০৪১৪২০ ও ডিসি (রমনা)-০১৩২০-০৩৯৪৪০।

 যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট নাগরিকবৃন্দকে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের সাহায্য গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হলো। কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের সহায়তা করার জন্য জনগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

#

ডিএমপি/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২০/১৪৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৫০

**খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ১৬** পৌষ **(৩১** ডিসেম্বর**) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ জানুয়ারি ‘**খ্রিষ্টীয় নববর্ষ** ২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “খ্রিষ্টীয় **নতুন বছর ২০২১** উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী এবং প্রবাসী বাঙালিসহ, বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রকৃতির নিয়মেই যেমন নতুনের আগমনী বার্তা আমাদের উদ্বেলিত করে, তেমনি অতীত-ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পুরনো স্মৃতি সম্ভারে হারিয়ে যাওয়ার চিরায়ত স্বভাব কখনও আনন্দ দেয়, আর কখনোবা কৃতকর্মের শিক্ষা নব উদ্যোমে সুন্দর আগামীর পথচলার জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়।

 **২০২০ খ্রিষ্টাব্দ বাঙালি জাতির জীবনে ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কেননা, ১০০ বছর পূর্বে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করা এক ছোট্ট খোকা কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁর সারাজীবনের আত্মত্যাগ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আমরা ২০২০-২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছি। কিন্তু, এরই মধ্যে বৈরী করোনা মহামারি বিশ্বকে যেন একটি মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছে। অন্যান্য দেশের মতো আমরাও পূর্বঘোষিত পরিকল্পনা সীমিত পরিসরে চালু রেখে এ মহামারি থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে জীবনযুদ্ধে নেমে পরেছি। আমি ৩১ দফা নির্দেশনা দিয়েছি, ক্রান্তিকাল উত্তোরণে ডাক্তার-নার্স-টেকনিশিয়ান নিয়োগ করেছি। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো, অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২১টি প্যাকেজের আওতায় ১ লাখ ২১ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছি।**

 **গত এক যুগ ধরে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির মানদণ্ডে বিশ্বের প্রথম ৫টি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে গত অর্থবছরের প্রাথমিক প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ৮.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব ছিল। তাছাড়া, গোটা বিশ্ব যেখানে প্রবৃদ্ধির ঋণাত্মক হার ঠেকাতে ব্যতিব্যস্ত, সেখানে করোনাকালেও আমরা ৫.২৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। আমরা দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে এনেছি। মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত করেছি। স্বাস্থ্যখাতেও অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছি, এখন আমাদের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছর। ৯৭.৫ শতাংশ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা দিচ্ছি। পদ্মা সেতুর সকল স্প্যান বসানোর ফলে বিশ্বের অন্যতম খরস্রোতা নদীর দু’প্রান্ত এখন সংযুক্ত। রাজধানীতে মেট্রোরেল ও এক্সপ্রেসওয়ে এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ-কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক করেছি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১কোটি ছাড়িয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কর্মসংস্থানের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করেছি। প্রথম ‘বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা’-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ অর্জন প্রায় শেষ। মুজিববর্ষে আমরা অঙ্গীকার করেছি কেউ গৃহহীন থাকবে না। শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে দেব। ২০৩০ সালের মধ্যে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। ২৬ মার্চ ২০২১ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করব।**

 **নতুন বছরে আমরা একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। করোনা মহামারি বিশ্ববাসীকে এক কঠিন বার্তা দিয়েছে। যতই উন্নত হোক না কেন, একা কোন দেশ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই যেকোন বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। আমাদের সকলকে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি তারুণ্যের শক্তি ও প্রযুক্তিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্বে দেয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। আওয়ামী লীগ সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে ধর্মীয় উগ্রবাদসহ যেকোন সন্ত্রাসবাদ দমনে প্রতিজ্ঞাবন্ধ।**

 **আসুন আমরা নতুন বছরে প্রতিজ্ঞা করি, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রেখে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বির্নিমাণে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করব। নতুন বছর ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে মানুষে-মানুষে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জোরদার করুক, সকল সংকট মোকাবিলার শক্তি দান করুক এবং সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি – এই প্রার্থনা করি।**

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধুবাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১১৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৫১৪৯

**খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১ জানুয়ারি ‘খ্রিষ্টীয় নববর্ষ ২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “খ্রিষ্টীয় নববর্ষ ২০২১ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 অতীতকে পেছনে ফেলে সময়ের চিরায়ত আবর্তনে খ্রিষ্টীয় নববর্ষ আমাদের মাঝে সমাগত। নতুনকে বরণ করা মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। বাংলা নববর্ষ আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও ব্যবহারিক জীবনে খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জিকা বহুল ব্যবহৃত। খ্রিষ্টীয় নববর্ষ তাই জাতীয় জীবনে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে। প্রতিবছর নববর্ষকে বরণ করতে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বর্ণাঢ্য নানা আয়োজন করা হলেও করোনা মহামারির ফলে এবার উৎসবের আমেজ অনেকটাই ম্লান। আমি দেশবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নববর্ষ উদ্‌যাপনের আহ্বান জানাচ্ছি।

 ২০২১ সাল আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর একটা যুগসন্ধিক্ষণ হচ্ছে ২০২১ সাল। এই যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গঠনে আমাদের নিরলস প্রয়াস চালাতে হবে। নববর্ষ সকলের মাঝে জাগায় প্রাণের নতুন স্পন্দন, নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা। মহামারির ভয়াবহতাকে মোকাবিলা করে নতুন বছরে অমিত সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ- নববর্ষে এ প্রত্যাশা করি।

 খ্রিষ্টীয় নববর্ষে সবার জীবন অনাবিল আনন্দ ও সাফল্যে ভরে উঠুক।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৪৮

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হল :

 **মূলবার্তা :**

ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে আতশবাজি, পটকা ইত্যাদির ব্যবহার ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছে সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা